যৌথবাহিনী প্রত্যাহার ও
অবরুদ্ধ লালগড়কে মুক্ত করতে আওয়াজ তুলুন

১৮ জুন ২০০৯, লালগড়ে যৌথবাহিনী অভিযান শুরু করে। এক তরফা ভাবে পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে দিয়ে দমনের রাস্তা নেয় বামফ্রন্ট সরকার। সমগ্র এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়, যা আজও বলবত রয়েছে। কোন একটি এলাকায় প্রায় এক বছর ১৪৪ ধারা জারি রাখার নজির দেশে বিরল, একই সঙ্গে বে-আইনিও বটে।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে ওই অঞ্চলের কৃষকদের জীবন-জীবিকার দাবির মোকাবিলায় সরকার ব্যাপক গ্রেপ্তার-দমন অভিযান নামিয়ে আনে। ২০০৮-এ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়-এর সামনে মাইন বিস্ফোরণের ঘটনাকে হাতিয়ার করে পুলিশি অত্যাচার চরমে ওঠে। ছিতামণি মুর্মুর চোখ পুলিশ মেরে নষ্ট করে দেয়। বহু মহিলা পুলিশের অত্যাচারে আহত হন, স্কুল ছাত্রদের গ্রেপ্তার, ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরের গ্রামগুলিতে পুলিশি তাণ্ডব চালানো হয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা গড়ে তোলেন জনসাধারণের কমিটি।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লালগড়ের দরিদ্র/অভুক্ত, সমাজের দুর্বলতর মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমন করার জন্য রাষ্ট্রীয় বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঘরবাড়ি ভাঙচুর, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে লাঠিপেটা করা, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো বেআইনি/অমানবিক কাজগুলি আজ সুরক্ষা বাহিনীর রুটিন কাজে পরিণত হয়েছে। যৌথবাহিনী ও CPM-এর হার্মাদদের লাগাতার আক্রমণে বহু গ্রামবাসী জঙ্গলে পালিয়ে গেছেন, অনেকেই ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। সরকারি বাহিনীর মদতে ৫৭ জন আন্দোলনের কর্মীকে হার্মাদ বাহিনী খুন করেছে। নিখোঁজের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। আইনরক্ষকরা ঠান্ডা মাথায় জনসাধারণের কমিটির সভাপতি লালমোহন টুডুকে হত্যা করেছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ বুদ্ধদেব সরকার লালমোহনের মৃতদেহ সৎকার করতে দেয়নি তার পরিবারকে।

জনসাধারণের কমিটির উদ্যোগে গড়ে ওঠা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেও যৌথবাহিনী হামলা করছে। ওষুধপত্র লুটপাট করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বাহিনীর আক্রমণে কয়েকটি কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মাওবাদীদের চিকিৎসা করার অজুহাতে গ্রামীণ চিকিৎসক যতীন প্রতিহার, মাধব মাহাতো, জহর মাহাতো, নিশীথ মাহাতোকে বন্দী করে নির্যাতন করা হয়েছে। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান জঙ্গলমহলের বাইরেও প্রসারিত হয়েছে।

জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য সরকার প্রতিদিন অসংখ্য মানুষকে আটক করছে। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ৪৫০ মানুষকে বন্দী করা হয়েছে। মিথ্যা, সাজানো মামলায় ছত্রধর মাহাতো, সুখশান্তি বাস্কে সহ আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের জেলে ভরা হয়েছে। কালা আইন ইউ এ পি এ-র বিভিন্ন ধারায়

এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। লালগড় আন্দোলন সমর্থন করার 'অপরাধে' দীর্ঘদিনের গণ আন্দোলনের কর্মী রাজা সরখেল, প্রসূন চ্যাটার্জীকে একই কেসে জড়ানো হয়েছে। মিথ্যা মামলায় দীর্ঘদিন বন্দী থাকতে হয়েছে বন্দীমুক্তি কমিটির রাজ্য কাউন্সিল সদস্য উপাংশু মাহাতোকে, জনসাধারণের কমিটির নেতা বিবেকানন্দ সাহু, ধনপতি মাহাতোদের। রাজ্যের সর্বত্র একই চিত্র। সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করায় মাওবাদী নেতা পতিতপাবন হালদার, SUCI(C) নেতা প্রবোধ পুরকায়েত, টম অধিকারী, মিল্টন বর্মন, জি সি পি ও নেতা বংশীবদন বর্মন, ছত্রে সুব্বা সহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকর্মী বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন।

লালগড় সংলগ্ন এলাকায় কি ঘটছে তা কারুর জানার উপায় নেই। এটি একটি অবরুদ্ধ অঞ্চল। শাসকদলের লোক ছাড়া কারুর প্রবেশের অধিকার নেই। এমনকি সংবাদ মাধ্যমকেও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্যের একটি অংশকে সরকার সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কার্যত লালগড় আজ আমাদের সকলের কাছে বিদেশ বিভুঁইতে পরিণত হয়েছে।

আইনের শাসন কায়েম করার নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী লালগড়ের মানুষের উপর এক বছর ধরে বীভৎস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে আসছে। গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা হয়ে গেছে আইনরক্ষকদের তাণ্ডবে। সংবাদ মাধ্যমের ওপরও হামলা করা হচ্ছে, সম্প্রতি সাংবাদিকদের বেধড়ক পেটানো হয়েছে। লক্ষণীয় এত অত্যাচারেও সেখানকার মানুষ মাথা নত করেননি। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করার দাবিতে সংগ্রাম জারি রেখেছেন এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে মীমাংসায় পৌঁছানোর দাবি করছেন।

আসুন, আমরা সকলে মিলে লালগড়কে অবরোধ মুক্ত করার দাবিতে সামিল হই। যৌথবাহিনী প্রত্যাহার, ১৪৪ ধারা বাতিল, ছত্রধর মাহাতো সহ সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হই।

অভিনন্দন সহ,

২৭ মে, ২০১০

বন্দীমুক্তি কমিটি

লালগড়ে যৌথবাহিনীর অভিযানের
এক বছর পূরণের দিনে ধিক্কার জানাতে

গণ অবস্থান

১৮ জুন, ২০১০ (৩রা আষাঢ়, ১৪১৭), বেলা-১টা

মেট্রো চ্যানেল, কলকাতা

সংগঠনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ছোটন দাস কর্তৃক ১৮ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে প্রচারিত।